

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর পল্লবীতে একটি মাদ্রাসার পরিচালকের শয়নকক্ষ থেকে এক ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত নয় বছরের শিশু হাফিজুর রহমান কাউসারের স্বপ্নদের অভিযোগ, তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর পুলিশ বলেছে, মর্ডারের রহস্যজনক। রহস্য উদ্‌ঘাটনে মাদ্রাসার পরিচালক ও তিন ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেয়া হয়েছে।

পল্লবী থানাধীন মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের ৫/৫০৭ বাড়ির তৃতীয় তলায় মারকাভুল তারতিলিন করুআন মাদ্রাসা। পল্লবী থানার এসআই জাহিদুল ইসলাম জানান, সোমবার মাদ্রাসার তৃতীয় তলায় পরিচালক হাফেজ মাওলানা জুনাইদ বিন ইসহাকের শয়নকক্ষ থেকে ছাত্র হাফিজুর রহমান ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কাউসারের লশ উদ্ধার করা হয়। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দাবি, হাফিজুর রহমান কাউসার গলায় গামছা পেঁচিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে। তবে পুলিশ এই দাবির সপক্ষে কোনো তথ্য পায়নি। সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, হাফিজুর রহমান কাউসারের মাথার পেছনে কাটা জখমের চিহ্ন ও মাথার বিভিন্ন স্থানে লাল ফোলা জখমের চিহ্ন রয়েছে। হাফিজুর রহমান কাউসারের বাবা দুলাল হোসেন যুগান্তরকে জানান, তার চার মেয়ে, ১ ছেলের মধ্যে সে তৃতীয়। ২২ দিন আগে তাকে ওই মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। সে মাদ্রাসায় থেকেই পড়াশোনা করত। প্রতি বৃহস্পতিবার বাসায় নিয়ে শনিবার আবার তাকে মাদ্রাসায় দিয়ে যাওয়া হতো। এবারবার বিকালে তার স্ত্রী হাতেমা বেগম মাদ্রাসার পরিচালকের জন্য চারটি ডাব ও কাউসারের জন্য খাবার রান্না করে নিয়ে যায়। মাদ্রাসার পরিচালককে ফোন করলে তিনি গেটে এসে জানান, কোনো আত্মীয়স্বজন দেখা করে চলে যাওয়ার পর হাফিজুর রহমান কাউসার কান্নাকাটি করে। এ কথা শোনার পর কাউসারের মা তার সঙ্গে দেখা না করে গেট থেকে চলে আসেন। এরপর শোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তার খবর পান হাফিজুর রহমান কাউসার মারা গেছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'আমার ছেলেকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার মৃত্যুর পর মাদ্রাসার পরিচালক আমাদের খবর দেননি। আমরা অন্য মাধ্যমে তার মৃত্যুর খবর জানি।'

পদ্মবী থানার ওসি মাদন ফকির যুগান্তরকে বলেন, এ মুহূর্তে ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড বলা যাচ্ছে না। তবে ঘটনাটি রহস্যজনক। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা জুনাইদ বিন ইমহাককে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও তিন ছাত্রকেও থানায় আনা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় ময়নাতদন্ত সম্পন্নের পর ঢামেক ফরেনসিক বিভাগের চিকিৎসক কবির সোহেল জানান, নিহতের ব্রেন, ব্লাড ও ভিসেরাসহ অন্যান্য আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। জানা গেছে, হাফিজুর রহমান কবির সোহেলের বাবা দুলাল হোসেন পরিবার নিয়ে পদ্মবীর ১২ নম্বর সেকশনের ৪ নম্বর রোডের ৬৭/৫নং বাড়ির নিচতলায় ভাড়া থাকেন। তিনি নিউমার্কেটের চিতুপাতে ব্যবসা করেন। তার গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার চিরকা গ্রামে।

ব্যান্বেইস পরিচালকের কার্যালয় প্রাপ্তি নং..... তারিখ.....	
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এস. পি. সি. গ্রুপ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	
স্বাক্ষর	